কার্তিক পাইক প্রযোজিত

দাদামণি

নাম ভূমিকায় • সুখেন দাস

পরিচালনা
সুজিত গুহ
সুর
অজয় দাস

কার্তিক পাইক প্রযোজিত
পাপাই ফিল্মস নিবেদিত

দাদামণি

কাহিনী/চিত্রনাট্য : অঞ্জন চৌধুরী
পরিচালনা : সুজিত গুহ
সঙ্গীত : অজয় দাস

গীত রচনা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

আলোক চিত্র : বিজয় দে ॥ **শিল্প নির্দেশনা :** সূর্য চ্যাটার্জী ॥ **সম্পাদনা :** শেখর চন্দ। **প্রধান সম্পাদক :** রমেন ঘোষ। **শব্দগ্রহণ :** অনিল দাসগুপ্ত, সোমেন চ্যাটার্জী, রঞ্জিৎ দত্ত ॥ **রূপসজ্জা :** মনতোষ রায়, পাঁচু দাস ॥ **ব্যবস্থাপনা :** পাঁচুগোপাল দাস ॥ **সাজসজ্জা :** নিমাই দাস (দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই)। **প্রধান কর্মসচিব :** সুখেন চক্রবর্তী ॥ **রূপসজ্জা :** মনতোষ রায়, পাঁচু দাস ॥ **ব্যবস্থাপনায় :** পাঁচুগোপাল দাস ॥ **সাজসজ্জা :** নিমাই দাস (দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই)॥ **স্থির চিত্র :** ষ্টুডিও বলাকা ॥ **প্রচার অঙ্কন :** গৌতম বরাট । **পরিচয় লিখন :** দুলাল সাহা ॥ **নৃত্য-পরিকল্পনা :** মাধব কিষাণ (বম্বে) ॥ **ফাইট কম্পোজ :** মাষ্টার নানকসিং (বম্বে) ॥ **সঙ্গীতানুলেখন :** বি এল শর্মার তত্ত্বাবধানে বোম্বে ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে গৃহীত ॥ **শব্দ পুর্বযোজনা :** দুর্গাদাস মিত্র (ইণ্ডিয়া ফিল্ম **ল্যাবরেটরীজ :** প্রচার: ধীরেন মল্লিক ও তপন রায় ॥

সহকারীবৃন্দ :

বিশেষ সহকারী পরিচালক। সুধীর চ্যাটার্জী ॥ **প্রধান সহকারী পরিচালক :** তপন চ্যাটার্জী। **পরিচালনা :** সমীর চক্রবর্তী, সুনীল দাস, বাবুল সমাদ্দার। **আলোক-চিত্র :** শান্তি দত্ত, জয় মিত্র, জনক ॥ **সুরসৃষ্টি :** ওরাই এস্ মুলকা, সুনীল মজুমদার। **শিল্প-নির্দেশনা :** অনিল পাইন, লক্ষ্মণ ॥ সম্পাদনা, শ্যামল দাস। **শব্দগ্রহণ :** বাবাজী শ্যামল, বিনোদ ॥ **রূপসজ্জা :** সুশান্ত দাস। **ব্যবস্থাপনা :** কেষ্ট দাস, কার্তিক দাস। **শব্দপুর্ণযোজনা :** পাঁচুগোপাল ঘোষ, ভোলানাথ সরকার, গজেন পরিধা ॥ **আলোক সম্পাত :** ভবরঞ্জন দাস, তারাপদ মান্না, সুনীল শর্মা, কাশী কাহার, হংসরাজ, কালটু ভট্টাচার্য, বাউরীবন্ধু জানা, সতীশ হালদার, দুঃখীরাম নস্কর, ব্রজেন দাস, মঙ্গল সিং, অনিল পাল, বেণুধর বিসওয়াল, গোবিন্দ হালদার, মধু গোস্বামী ॥ **ফাইট কম্পোজ :** মাসুদ প্যাটেল (বম্বে), শুকদেব গোস্বামী (কলকাতা) ॥

রসায়ণাগারে ফণীভূষণ সরকার, কানাই ব্যানার্জী, নিরঞ্জন চ্যাটার্জী, শম্ভু নস্কর, বীরেন দাস, ভবতোষ ভট্টাচার্য, দুলাল সাহা, দিলীপ রায়, বংশী রায়, শীতল চ্যাটার্জী, খগেন চ্যাটার্জী, তপন বোস ॥

: নেপথ্য কণ্ঠে :

কিশোরকুমার মান্না ॥ দে ॥ আরতি মুখার্জী অভিজিৎ (বম্বে)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মাখনলাল সাতনালিওয়ালা ।। অর্চণা দাস ।। বাসুদেব চট্টোপাধ্যায় (ষ্টার লাইট প্রোডাক্ট প্র : লিঃ)।। রবীন বোস (জিওলাইট ইণ্ডিয়া প্রাঃ লিঃ)।। টুইন হোটেল (শিয়ালদহ)।। বিদেশঘর (ক্যাটারার)। কেষ্ট মিত্র। নিখিল সেনগুপ্ত। অমরনাথ দাঁ (সলিসিটর)। তাপস ঘোষ (রিজার্ভ ব্যাঙ্ক)।। আশিস রায় (প্রডুসার)।। শ্রীসর্বাণী রায় ।। জ্যোতি বিশ্বাস (আই. এন, এ, প্রেস), যাদবপুর ।। কাশীনাথ লাহা (টপিক পেইন্ট ওয়ার্কস)।। কালপুরুষ নাট্য সংস্থা (হাওড়া)।। শিবেন ব্যানার্জী ।। স্বপন রায় চৌধুরী (কে, বি, বাইণ্ডিং এণ্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস)।।

: : রূপায়ণে :

সুখেন দাস ।। সন্ধ্যারাণী ।। সুমিত্রা মুখার্জী ।। সন্তু মুখার্জী ।। শুভেন্দু চ্যাটার্জী রজত দাস ।। বিকাশ রায় ।। কালী ব্যানার্জী ।। শৈলেন মুখার্জী ।। বঙ্কিম ঘোষ ।

সুভাষ দে, পরিমল বোস, অণু দত্ত, ডাঃ অর্ধেন্দু বিশ্বাস, রথীন লাহিড়ী, বিশ্বনাথ দত্ত, সুবল দত্ত, প্রণব সিংরায়, অমর গাঙ্গুলী, প্রবীর, নিমাই দাস, গুণেন্দ্রনাথ বোস, স্বপন-কুমার দে, কৃষ্ণেন্দু বোস, ননা চ্যাটার্জী, সমীর চক্রবর্তী, নারাণ কুণ্ডু, ভানু, মিহির, অমিতাভ মুখার্জী, চারু হালদার, মাঃ পার্থ, মাঃ সুজীব, মাঃ কুসা, মাঃ গৌতম, মাঃ পাপাই, মাঃ সুমিত, মাঃ মৃত্যুঞ্জয়।

কাজল গুপ্ত (অতিথি)।। নবাগতা, পিয়া ও প্রসেনজিৎ

আনন্দ চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে টেকনিসিয়ান ষ্টুডিও ও কমল রায়ের তত্ত্বাবধানে নিউ থিয়েটার্স এক নং ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং আর বি মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে পরিস্ফুটিত।

বুকিং এজেন্ট :

শংকর পিকচার

বিশ্ব পরিবেশনায় :

মামনি পিকচার্স

কাহিনী—

রিটায়ার্ড অবিনাশ বাবুর সংসারে যে কোন সমস্যার সমাধান করতে হাসিমুখে এগিয়ে আসে তার প্রথম পক্ষের বোবা ছেলে প্রেমের কম্পোজিটার স্বপন। ছোট ভাই বোনদের বড় আদরের দাদামণি।

সৎমা মীরাদেবী নিজের পেটের সন্তানদের ওপর মাঝে মধ্যে ক্ষেপে ওঠেন যখন দেখেন তাদের বায়না মেটাতে গিয়ে দিনের মধ্যে আঠারো ঘণ্টাই পশুর মত খেটে ক্লান্ত দেহে অনেক রাত্রে বাড়ী ফেরে স্বপন। চোখের জল ফেলতে ফেলতে তিনি বলেন তোরা কি সবাই মিলে মেরে ফেলবি আমার ছেলেটাকে। দাদামণি হেসে মীরাদেবীর চোখের জল মুছিয়ে বোবা ভাষায় বলতে চায়—ওদের কেন বকছো—মা। ওরা যে আমার ছোট ভাইবোন।

পাইকসন ইণ্ডাষ্ট্রিজ-এর ম্যানেজিং ডিরেকটার মিষ্টার অরুণ সিন্‌হা। একদিন বিপদে পড়ে ছুটে এলেন স্বপন যে প্রেসে চাকুরী করে সেই প্রেসে। তিন দিনের মধ্যে তার পঞ্চাশ পৃষ্ঠার ব্যালেন্স সীট ছাপায়ে দিতে না পারলে তার পঞ্চাশ বছরের গুড উইল নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু এই অসম্ভবও সম্ভব করলো স্বপন। একটানা বাহাত্তর ঘণ্টা যন্ত্রের মত খেটে। এখানে স্বপন অরুণ সিনহা দুজনে জানতে পারলো একই স্কুলের ছাত্র ছিলেন তারা। কৃতজ্ঞ অরুণবাবু স্বপনকে তার মনের মত একটা উপহার দিয়ে ধন্য হতে চাইলেন। নিজের জন্য কিছু নয়—ছোট ভাই তপনের জন্য একটা চাকরী চেয়ে নিল স্বপন।

তপন কিন্তু চাকুরীতে অসৎ উপায়ে টাকা রোজগার করতে লাগল। নতুন ফ্লাট কিনে উঠে গেল। সঙ্গে গেল বাবা ছোট ভাইবোন ও স্ত্রী আরতি। তপনের মা মীরাদেবী রয়ে গেলেন সৎ ছেলে স্বপনের কাছে।

কিন্তু এর পরিণতি কি ?

সামনের রূপালী পর্দা তার জবাব দেবে—

গায়ক—মান্না দে

গীতিকার—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

গান—১

ভুবন মাঝে তুলনা যার হয়না কোথাও আর
এমন মানুষ আজো মেলে,
দুখের কাঁটা যার বুকে হয় ফুলেরি বাহার
এমন মানুষ আজো মেলে।
সারাজীবন গাইলো যে জন মায়ের মহিমা
বুকে রেখে দুটি মায়ের একটি প্রতিমা
দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে প্রাণের আপনজন।
দিয়েই গেল যে শুধুই
রাখলো না গো আর কিছুই
হারালো সব তার।

সংসারকে একটুখানি করতে সুখী যে
ব্যথা পেয়েও সেই ব্যথাতে হয়নি দুখী যে
হারিয়ে ভাষা হারায়নি যে বুকের ভালোবাসা,
বোবা প্রাণের যার আলো
স্নেহ মায়ার ফুল ছিল
নেভালো অন্ধকার ॥

গায়ক—কিশোর কুমার
আরতি মুখার্জি
গীতিকার—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

গান—২

মিনু : আজ শুভদিনে যদি কথা বলতে দাদামণি
কতগান গেয়ে তুমি শোনাতে এখনি।

দাদামণি : এই তো এসেছি আমি তোমার দাদামনি
বুকভরা কথা নিয়ে—গান শোনাবো—এখনি
ওইতো শুনি ফুলে কাছে
পাখী কথা বলে
দুকূল হারা কথা নিয়ে
নদী বয়ে চলে
সবার মাঝেই শুনি আমার
কথার প্রতিধ্বনি।

সূর্য্য যেমন ভালোবেসে
ছড়ায় নীলাকাশে
তেমনি করেই আমার এ মন
তোমায় ভালোবাসে
তুমি আমার বুকের মাঝে
স্নেহের সোনার খনি।
এইতো এসেছি আমি তোমার দাদামণি
বুকভরা কথা নিয়ে গান শোনাবো এখনি।

মিনু : আজ শুভদিনে যদি কথা বলতে দাদামণি
কত গান গেয়ে শোনাতে এখনি ॥

গীতিকার—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
গায়ক—আরতি মুখার্জি
অভিজিৎ

গান—৩

সমীর : ক্ষমা আমি চাইতে রাজী
মনটা যদি পাইগো আজই
জীবনটাকে ধরবো বাজী
যতই তুমি হও মেজাজী—

মিনু : কথায় তোমার যুক্তি আছে, বুদ্ধি আছে বেশ
দায়ে পড়ে আজি তুমি বেশতো করো পেশ
একটু আমাকে তুষ্ট কোরে যে
চোখের আড়ালে যাওগো সরে যে
পলকে পলকে এখানে ওখানে
হও যে নিরুদ্দেশ
অঙ্গভঙ্গী যতই করো না
ভিজবে নাতো মন
চোখের পাতায় আমায় যদি না
রাখোগো সর্বক্ষণ
নইলে আমাকে কাছে তো পাবে না
ছায়াও আমার ছোঁয়াতো যাবে না
রাধিকা মাধিকা ছাড়াই কাটবে
তোমার বৃন্দাবন ॥

গান—৪

গায়ক—আরতি

আবার সেদিন ফিরে এসেছে
যে দিনের আশাতে পথ চেয়ে থাকে বোন
হাতে নিয়ে রাঙা চন্দন
অনেক ভালো যে তুমি বেসেছো
ব্যাথায় কেঁদেছো মুখে হেসেছো
তোমার লুকিয়ে কাঁদা
চোখের সে জলকে
গঙ্গার জল ভাবে মন
এ দিনের আশাতে—পথ চেয়ে ছিল বোন
হাতে নিয়ে রাঙা চন্দন,
অনেক সুখের এই স্বর্গ
সাজালাম দিয়ে কিছু অর্ঘ
তবু এই স্বর্গকে—ছেড়ে যেতে হবে আজ
ভেসে থাক যতই নয়ন ॥